ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

<u>স-২২৯৮</u>

আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

মহানাম অঙ্গনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

শুভ চেতনায় মানুষের জন্য কাজ করাই হচ্ছে পরম ধর্ম ঃ মুখ্যমন্ত্রী

ধর্মের মূল কথা হলো মনের সমস্ত গ্লানি দূর করে শুভচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। শুভ চেতনায় মানুষের জন্য কাজ করাই হচ্ছে পরম ধর্ম। মহানামব্রত ব্রক্ষ্মচারীজি মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে আমাদের সেই পথ দেখিয়ে গেছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বনমালীপুরস্থিত মহানাম অঙ্গন প্রাঙ্গণে শীতবস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে একথা বলেন। উল্লেখ্য, বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমন মহানামব্রত ব্রক্ষ্মচারীজির ১২১তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে মহানাম অঙ্গণের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহানামব্রত ব্রক্ষ্মচারীজি আমাদের যে পথ দেখিয়ে গেছেন তা সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে। আমাদের কাজের মধ্য দিয়েই ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। মহানামব্রত ব্রক্ষ্মচারীজিও আমেরিকার শিকাগো শহরে সনাতন ধর্ম নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। যা আজও দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। শুধু শিকাগো শহর নয়, সনাতন ধর্ম নিয়ে আলোচনার জন্য তাঁকে অনেক জায়গায় ডাকা হতো। তিনি আধ্যাত্মিক চেতনার মাধ্যমে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তুলে ধরেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগরতলা পুরনিগম মহানাম অঙ্গন মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সৌন্দার্যায়ণে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মহানাম অঙ্গণের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিখিল ত্রিপুরা বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমন মহানামব্রত ব্রক্ষ্মচারী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুদীপ কুমার রায়। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর রত্না দত্ত, মহানামব্রত ব্রক্ষ্মচারী সংস্থার সভাপতি ডা. সঞ্জয় নাথ, উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ডা. তপন দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ দুস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ জন দুস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ সর্বপ্রথমে মহানামব্রত ব্রক্ষ্মচারীজির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

*****